

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

10324 - তালবিল ইলমের আদবসমূহ

প্রশ্ন

আল্লাহ আমার প্রতি ইলম অনুবোধে শুরু করার অনুগ্রহ করছেন। আপনারা আমাকে কী কী শিষ্টিচারে ভূষিত হওয়ার নসীহত করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নশিচয় ইলম অর্জনকে বশে কিছু আদব রয়েছে; একজন তালবিল ইলমের সবে আদবগুলোতে সুশোভিত হওয়া উচিত। আমরা আপনার সমীপে সবে আদব ও উপদেশগুলো পশে করছি; আশা করি আল্লাহ সবেলগের মাধ্যমে আপনাকে উপকৃত করবেন:

এক:

ধরৈয: প্রিয় ভাই, নশিন্দহে ইলম অর্জন উচ্চ মর্যাদার বিষয়। পরশ্রমেরে সড়িনা পরেয়ি উচ্চ শখিরে পটৌছা যায় না। কবি আবু তাম্মাম নজিকে সবেবোধন করে বলেন:

ছড়ে দে আমায়, আমি মর্যাদার শীর্ষে পটৌছতে চাই, সাধারণতঃ যথায় পটৌছা যায় না। কঠনি শখিরে পটৌছতে হয় কাঠনিয পার হয়ে, সহজ স্তরে পটৌছা যায় সহজে। তুমি সস্তা পথে উচ্চ শখিরে নাগাল পতে চাও? মধু খতে হলে মধুকররে হুলে বদিধ হতে হয়।

অন্য এক কবি বলেন:

তুমি বৃদ্ধেরে গততি মর্যাদার পানে আগাচ্ছ। অথচ অন্যরো কষ্টেরে চূড়ান্তে পটৌছে লুঙগি ফলে রেখে ছুটে চলছে। মর্যাদার লক্ষ্যপানে কঠনি পরশ্রম করে তাদরে অধিকাংশ কলান্ত হয়ে পড়ছে। মর্যাদার নাগাল তারাই পায় যারা অধ্যাবসায় চালিয়ে যায় ও ধরৈয রাখে। তুমি মর্যাদায় পটৌছাকে খজের খাওয়ার মত সহজ মনে করো না। বরং তুমি ততি ঔষুধ চটে খাওয়া বযতীত মর্যাদার সীমানায় পটৌছতে পারবে না।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সুতরাং ধর্মীয় ধর, অধ্যবসায়ী হও। কারণ জহাদেরে সবার হয় সামান্য কিছু সময়েরে জন্য; কিন্তু তালবিল ইল্মকে জীবনেরে শেষে মূহুর্ত পর্যন্ত ধর্মীয় ধরতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধর্মীয় ধারণ কর, ধর্মীয় প্রত্যয়োগতি কর এবং সর্বদা যুদ্ধেরে জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহ ভীতি অবলম্বন কর যাতো তোমরা সফলকাম হতে পার।”[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ২০০]

দুই: কর্মনিষ্ঠা

আপনি নিষ্ঠার সাথে কর্ম করুন। আপনার উদ্দেশ্য যেনে হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল; লৌকিকতা ও সঙ্গ-সাথীদের উপরে উঠার লিপ্সা থেকে বঁচে থাকুন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি জঞ্জানার্জন করে আলমিদরে ওপর গৌরব করার জন্য অথবা জাহলি-মুরখদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজেরে প্রত্যা আকৃষ্ট করার জন্য; আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।”[সুনানে নাসাঈ (২৬৫৪), আলবানী সহহিনে নাসাঈ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

মোটকথা আপনার ভেতর ও বাহিরি বড়-ছোট সব ধরনেরে গুনাহ থেকে পবিত্র হতে হবে।

তনি: ইল্ম অনুযায়ী আমল করা:

জনে রাখুন, আমল হচ্ছে- ইল্মেরে ফলাফল। যে ব্যক্তি ইল্ম অর্জন করল কিন্তু আমল করল না সে ব্যক্তি ইহুদীদের মত; আল্লাহ কুরআনে যাদেরে ক্ষেত্রে সর্বনিক্ষেপ উদাহরণ টেনে এনেছেন। তিনি বলেন: “যাদেরকে তওরাত দিয়ে হয়েছিল, অতঃপর তারা এর অনুসরণ করেনি, তাদেরে দৃষ্টান্ত সেই গাধা; যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মথিয়া বলে, তাদেরে দৃষ্টান্ত কত নিক্ষেপ। আল্লাহ জালমে সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেনি না।”[সূরা জুমুআ, আয়াত: ৫]

আর যে ব্যক্তি ইল্ম ছাড়া আমল করে সে খ্রিস্টানদের মত। যাদেরকে সূরা ফাতহাতে পথভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনি যে যে কতিবগুলো পড়বেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে 20191 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বধীয় সে উত্তরটি পড়ে ননি।

চার:

আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এ অনুভূতালিলন করা: প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এটা মনে জাগ্রত রাখা উচিত। ভয় ও আশা এ দুয়েরে মাঝে আপনি আপনার রবেরে দিকে আগাচ্ছেন। একজন মুমনিরে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জন্য এ দুটো গুণ পাখরি দুই ডানার তুল্য। পরপূর্ণভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হোন; যাত করে আপনার অন্তর আল্লাহর ভালবাসায় ভরপুর হয়ে উঠে, আপনার জহিবা যকিরি পরপূর্ণ হয়ে উঠে। আল্লাহর বধিান ও গুট রহস্যগুলো জনে আনন্দ-খুশি-উচ্ছ্বসতি হয়ে উঠে। প্রত্যকে সজিদাতে গিয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করুন যনে আল্লাহ্ আপনার জন্য ইল্মরে দ্বার খুলে দনে, আপনাকে উপকারী ইল্ম দান করনে। নশ্চয় আপনি যদি আল্লাহর সাথে বশ্বিস্ত হন আল্লাহ্ আপনাকে তাওফকি দবিনে, আপনাকে রাব্বানী আলমেদরে মর্যাদায় পঠেঁছিয়ে দবিনে।

পাঁচ: সময়রে সদ্ব্যবহার করা:

ওহে বুদ্ধমিন, আপনার যটৌবনকে, জীবনকালকে ইল্ম অর্জনে দ্রুত কাজে লাগান। এই তো করব, আগামীতে করব এ ধরণরে ধোকা যনে আপনাকে প্রবঞ্চিতি না করে। আপনার জীবন থেকে যে ঘণ্টাটি চলে যাচ্ছে সটোর কোন প্রতস্থাপন নহে, সটোর কোন বদলি নহে। আপনার পারিপার্শ্বকি ব্যস্ততা, লক্ষ্যপানরে পথে প্রতবিন্দকতা, সর্বটোচ্চ পরশিরম ও উদ্দীপনা বনিয়োগরে রাস্তায় বাধা-বপিত্তি যতটুকু সম্ভব সরিয়ে ফলুন। কেননা এ বাধাগুলো হচ্ছ- যাত্রাপথরে দস্যুর মত। এ কারণে সলফে সালহেইন পরবিার থেকে দূরে ও স্বদশে ত্যাগ করে ইল্ম হাছলি করাকে মুস্তাহাব মনে করতনে। কেননা চিন্তা-ভাবনা যদি বক্শিপ্ত হয়ে যায় সটো গুট রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝার ক্ষতেরে অযোগ্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলা একজন লোকরে অন্তরে দুটো অন্তর রাখেননি। আরও বলা হয় আপনি যদি ইল্মকে আপনার পুরাটুকু না দনে ইল্ম আপনাকে সামান্যটুকুও দবিনে না।

ছয়: সতর্কতা:

ইল্ম অর্জনে সূচনালগ্নে আপনি আলমেদরে মতভদে কতিবা সাধারণ মানুষরে মতভদে পছনে পড়বনে না। কারণ এটি স্মৃতকি হেরান করে ফলে, ববিকে-বুদ্ধকি কথিকর্তব্যমিট করে দেয়। নানাবধি কতিবপুস্তক থেকেও আপনি সতর্ক থাকবনে। কেননা এতে আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার চিন্তা বক্শিপ্ত হয়ে পড়বে। বরং আপনি যি কতিব পড়ছনে বা যি বিষয়টি পড়ছনে সটোকি আত্মস্থ করার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুন। কোন কারণ ছাড়া এক কতিব থেকে আরকে কতিবে স্থানান্তরতি হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ এটি অস্বস্তি ও বফিলতার আলামত। আপনার উচতি প্রত্যকে শাস্ত্ররে সর্বাধকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দয়ো, এরপর এর চয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দয়ো।

সাত:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পাকাপোকতভাবে মুখস্ত করা: আপন্যা মুখস্ত করতে চান সটো কোন শাইখরে তত্‌বাবধানে কথিবা অন্য কারো সহযোগতি নিয়ে সুনপিনভাবে শুদ্ধ করে নতি সচেষ্ট হোন; এরপর পোকতভাবে মুখস্ত করুন। এরপর দিনরে নরিদষিট একটা সময়ে বারবার আওড়াতে থাকুন যাতে করে আপন্যা মুখস্ত করছেনে তা ভুলে না যান।

আট:

কতিব অধ্যয়ন: আপন্যা ছোট ছোট পুস্তকিগুলো মুখস্ত করা, এগুলোর ব্যাখ্যা আত্মস্থ করা এবং এগুলোর মধ্যযে যসেব গুরুত্বপূর্ণ জটলিতা ও ফায়দো রয়ছে সেগুলো রপ্ত করার পর আপন্যা বড় কলবেররে কতিবপত্ৰ অধ্যয়নে মনোনবিশে করবনে। সার্বক্ষণিকি পড়াশুনায় থাকবনে। যখনই কোন মূল্যবান ফায়দো, সুক্ষ্ম মাসয়ালা, বরিল শাখা মাসয়ালা, কোন জটলিতার সমাধান কথিবা সমজাতীয় বধিানগুলোর মাঝে পার্থক্য আপনার নজরে পড়বে সাথে সাথে সটো নোট করবনে। এটা সকল শাস্ত্ররে ক্ষত্রেই। কোন একটা ফায়দো শুনলে কথিবা কোন একটা কায়দো জানলে আপন্যা সটোকে ছোট মনে করবনে না; বরং সাথে সাথে সটো নোট করবনে এবং মুখস্ত করে নবিনে।

ইল্ম অর্জনরে ক্ষত্রে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তাই আপনার বশেই ইল্ম অর্জন করার সামর্থ্য থাকা সত্বেও অল্পতে তুষ্ট হবনে না। নবীদরে মীরাছ সামান্যটুকু পয়ে আপন্যা ত্প্ত হবনে না। কোন একটা ফায়দো অর্জন করার সুযোগ থাকলে সটো হাত ছাড়া করবনে না। আগামীতে শখিব এ ধোকা যনে আপনাকে প্রবঞ্চিতি না করে। কারণ রখে দেয়ার অনকে সংকট আছে। আর আপন্যা বর্তমান সময়ে যদি এই ফায়দোটা শখি ফলেতে পারনে দ্বিতীয় সময়ে আপন্যা অন্য কছি শখিতে পারবনে।

বকোরত্ব কথিবা দায়িত্বরে প্রতবিন্ধকতা আসার পূর্বে আপন্যা আপনার অবসর ও কর্মোদীপনাময় সময়কে কাজে লাগান। সুস্থতা ও যটোবনকালকে গনীমত মনে করুন। আপনার স্মৃতিরি নরিমলতা ও ব্যস্ততার স্বল্পতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন।

আপনার যে কতিবগুলো প্রয়োজন সেগুলো পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করুন। কনেনা কতিব হছে- ইল্ম অর্জনরে মাধ্যম। কোন উপকার ছাড়া বশে বশে কতিব সংগ্রহ করা যনে আপনার ইল্মী অর্জন না হয়, আপনার বোধশক্তির অংশ না হয়। বরং আপনার কর্তব্য হছে- সাধ্যানুযায়ী কতিবগুলো থেকে ফায়দো নেয়ার চেষ্টা করা।

নয়: সঙ্গি নরিবাচন করা:

আপন্যা একজন নকেকার ও ইল্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, স্বভাব প্রকৃতিভাল এমন সঙ্গি গ্রহণে সচেষ্ট হোন; যে বন্ধু

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। কোন ফায়দা ছুটে গেলে সটো পূরণ করতে সহযোগিতা করবে। অধিক ইল্ম অর্জনে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে। আপনার বরিক্তি দূর করবে। সে যেন স্বীয় দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে এবং উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে বশ্বিস্ত হয়। আল্লাহর জন্য উপদেশদাতা হয়। [দখুন: ইবনে জামাআর 'তায়করিাতুস সামে']

অসৎ সঙ্গঠিকে দূরে থাকবেন। কেননা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি অন্যের দ্বারা সংগোপনে প্রভাবিত হয়। মানুষ হচ্ছে- পাখির ঝাঁকের মতন; একটা আরেকটিকে অনুকরণ করে থাকে। এমন কোন সঙ্গঠি সঙ্গঠিত্ব থেকে সাবধান থাকুন। কেননা এটা রোগতুল্য। এতে আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতাহিত করা সহজ।

দশ:

উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করা: প্রাথমিক স্তরের ইল্ম কতিবেরে বুক থেকে গ্রহণ করা যায় না। বরং অবশ্যই একজন শাইখ থেকে নতি হয়; মৌলিক জ্ঞানগুলো যার রপ্ত আছে; যাত করে স্থলন থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আপনার কর্তব্য হচ্ছে- শাইখের সাথে আদব রক্ষা করে চলা। কেননা এটাই হচ্ছে- আপনার কল্যাণ, সফলতা এবং ইল্ম হাছলিরে চাবিকাঠি। আপনার শাইখ যেন আপনার সম্মান, মর্যাদা ও কামল আচরণের পাত্র হন। আপনি আপনার শাইখের সাথে যাবতীয় আদব রক্ষা করে চলবেন: তাঁর সাথে বসার ক্ষেত্রে, কথা বলার ক্ষেত্রে, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে, শ্রবণ করার ক্ষেত্রে, তার সামনে কতিবেরে পৃষ্ঠা উল্টানোর ক্ষেত্রে, তার সামনে উচ্চবাচ্য পরতি্যাগ করার ক্ষেত্রে, কোন কথা বা হাঁটার মাধ্যমে তাঁর অগ্রবর্তী না হওয়া, তার সামনে অধিক কথা না বলা, নিজের কথা দিয়ে তার দরসেরে মধ্য সংযোজনী না দয়া, কোন জবাব দয়ার জন্য চাপাচাপি না করা, অধিক প্রশ্ন না করা বিশেষতঃ অনেকে মানুষের উপস্থিতিতে। কেননা এটা আপনাকে প্রবঞ্চিত করবে, আপনার বরিক্তির উদ্রেক করবে। আপনি শাইখকে তার নাম ধরে বা কুনয়িত ধরে ডাকবেন না। বরং এভাবে বলবেন: ইয়া শাইখি (হে আমার শাইখ) কথিবা বলবেন: ইয়া শাইখানা (হে আমাদের শাইখ)।

যদি আপনার কাছে শাইখের কোন ভুল চোখে পড়ে কথিবা কোন বস্মুতি ধরা পড়ে তাহলে এটার কারণে আপনার চোখে যেন শাইখের মর্যাদা খাটো হয়ে না যায়। কেননা এটা আপনার ইল্ম থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ভুল থেকে বাঁচতে পারেন এমন কটে কি আছে? [দখুন: শাইখ বাকর আবু যায়দে এর 'হলিাতু তালবুল ইল্ম']

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও অবচিলতা প্রার্থনা করছি। তিনি যেন আমাদেরকে সেই দনিটি দেখান যাই দনি আপনি আলমে হবেন, আল্লাহর দ্বীনের জন্য সকলেরে রফোরনেস হবেন, মুতাকীদরে ইমাম হবেন। আমীন... আমীন। নকিটবর্তী কোন সাক্ষাতে আবার দেখা হবে। ওয়াস সালাম।